ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

'বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়'
শীর্ষক গবেষণা সংক্রান্ত কিছু সাধারণ প্রশ্ন ও উত্তর

১. টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে?

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় সততা ব্যবস্থার স্তম্ভগুলোর মধ্যে আইনসভা অন্যতম যার গতিশীলতা ও সফলতার জন্য সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা শক্তিশালী ও কার্যকর হওয়া অত্যন্ত জরুরি। আইনসভার সাথে নির্বাহী বিভাগের সম্পর্ক নির্ধারণকারী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো হচ্ছে স্থায়ী কমিটি এবং নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি কমিটি সংসদীয় কার্যক্রমের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করে। কয়েকটি গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটিগুলোকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় না; অনেক ক্ষেত্রে কমিটিগুলো 'ওয়াচডগ বডি' হিসেবে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারছে না। নবম ও দশম জাতীয় সংসদে কমিটি গঠন, সভা অনুষ্ঠান ও বিরোধী দলের উপস্থিতি - এই কয়েকটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ করা গেলেও কমিটির কার্যকর ভূমিকার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায় নি। বিভিন্ন সময়ে সংসদে স্থায়ী কমিটি গঠনে বিধি লঙ্ঘন এবং সদস্যদের স্বার্থের সংঘাত সংক্রান্ত নানা তথ্য সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তাই কমিটির কার্যকরতার ক্ষেত্রে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে এবং এই সমস্যা মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে টিআইবি 'সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করেছে।

২. এই গবেষণার উদ্দেশ্য কী?

এ গবেষণার উদ্দেশ্য, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর কার্যকরতা পর্যালোচনা করা এবং অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

৩. এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কী?

বিশ্লেষণধর্মী এই গবেষণায় মূলত গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। নবম সংসদের ৫১টি এবং দশম সংসদের ৫০টি কমিটির ওপর তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া কমিটির কার্যকরতা বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য কেস হিসেবে ১১টি কমিটির তথ্য সংগ্রহ ও এ গবেষণায় উপস্থাপিত হয়েছে। তথ্যের প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে: সংসদীয় কমিটির সদস্য ও সভাপতি, বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য অংশীজন। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে: সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত কমিটির প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ, সংবাদপত্র, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের নথিপত্র এবং সংসদ সদস্যদের হলফনামা।

৪. কোন সময়ের ওপর এই গবেষণা করা হয়েছে?

নবম সংসদের পুরো মেয়াদ (জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩) এবং দশম সংসদের জানুয়ারি ২০১৪ থেকে এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত সময় এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।

৫. গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

একাধিক স্বীকৃত পদ্ধতির মাধ্যমে ও একাধিক সূত্র হতে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৬. গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

গবেষণায় কমিটি গঠন, দলীয় প্রতিনিধিত্ব ও স্বার্থের সংঘাত, কমিটির সভা অনুষ্ঠান, সভায় অংশগ্রহণ, আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে কমিটির সম্পৃক্ততা, কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, কমিটির তলব ও সাক্ষ্য গ্রহণ, কমিটির কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা, নারী সদস্যের অংশগ্রহণ, সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তা এবং তথ্যের উন্মুক্ততা বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৭. এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য কি সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য?

এই গবেষণায় সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর কার্যকরতা পর্যালোচনা করে বিভিন্ন উৎস হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে কমিটিগুলোর কার্যকরতা বিষয়ে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং একইসাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সব কমিটি ও সব সদস্যের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

৮. টিআইবি'র মতে এই প্রতিবেদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন্ বিষয় উঠে এসেছে?

সার্বিকভাবে দেখা যায়, কমিটির গঠন ও কার্যক্রমে দলীয় প্রভাব রয়েছে। কমিটিতে সদস্যদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান; এবং সদস্য নির্বাচনের সময় বা পরবর্তীতে এ বিষয়ে যথাযথভাবে যাচাই করা হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কমিটিকে ব্যবহার করে। কমিটির সিদ্ধান্তের একটি বড় অংশ বাস্তবায়িত হয় না। আরও দেখা যায় কমিটিতে দুর্নীতি সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত তুলনামূলকভাবে কম। কমিটির কার্যক্রমে সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তায় ঘাটতি রয়েছে বলে দেখা যায়। কমিটির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে। কমিটির কার্যক্রম সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয় এবং কমিটি সম্পর্কিত তথ্যেও জনগণের অভিগম্যতা কম। এছাড়া কমিটির কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা খুবই সীমিত পর্যায়ের। আরও দেখা যায়, কমিটির কার্যক্রমের কোনো মূল্যায়ন কাঠামো নেই। বিভিন্ন কমিটি এবং দুইটি সংসদের মধ্যবর্তী সময়ের কার্যক্রমের সমন্বয়েরও ঘাটতি রয়েছে। কমিটিসমূহ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর না হওয়ার ফলে সরকারের জবাবদিহিতা প্রত্যাশিত পর্যায়ে নিশ্চিত হয় না, জনগণের সাথে সংসদীয় কার্যক্রমের দূরত্ব তৈরি হয়, এবং সার্বিকভাবে সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকরতা ব্যাহত হয়।

৯. এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতার জন্যে মূল সুপারিশসমূহ কিকি?

সংবিধানের ৭৬ (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে সাক্ষী হাজিরা, সাক্ষ্য প্রদান এবং দলিলপত্র দেওয়ায় বাধ্য করার ক্ষমতা কমিটিকে দেয়া; সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন করে সভাপতি ও সদস্যদের বাণিজ্যিক, আর্থিক সম্পৃক্ততার তথ্য প্রতিবছর হালনাগাদ করে তা জনসম্মুখে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করার বিধান করা; আর্থিক কমিটিগুলোতে বিরোধী দলের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচনের সুপারিশ করেছে টিআইবি। এছাড়াও প্রাক-বাজেট আলোচনার জন্য অর্থবিল অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত তথ্য কমিটিতে প্রেরণ করা; কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত ব্যবস্থা সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তিনমাসের মধ্যে লিখিতভাবে কমিটিকে জানানো বাধ্যতামূলক করা এবং কমিটির প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী সভা-পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে এবং পূর্ণাঙ্গ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিবছর সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার পরামর্শ দিয়েছে টিআইবি।

১০. টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org